SALCO
South Asian Legal Clinic of Ontario

বিচ্ছেদ চুক্তি

বিচ্ছেদ চুক্তি বলতে কী বোঝায়?

যখন কোনো দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদের সম্পর্ক এখন শেষ হয়ে গেছে এবং তারা পৃথক ভাবে বসবাস করতে চায়, তখন তাদের বিচ্ছিন্ন বলে গণ্য করা হবে। সত্যিকারের বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর কোনো "আইনি বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া" নেই।

বিচ্ছিন্ন হওয়া দম্পতি বৈবাহিক বা সাধারণ আইনি সম্পর্কের মধ্যে থাকতে পারেন।

দম্পতি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হতে পারে যদি:

- তারা দুজনেই তাদের নিজস্ব জায়গায় বসবাস করেন বা;
- তারা একই বাড়িতে বসবাস করেন কিন্তু এমন আচরণ করেন যেন তারা আলাদা থাকেন

যখন কোনো দম্পতি বিচ্ছিন্ন হন, তখন অনেক বিষয় থাকে যেগুলির মীমাংসার দরকার হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রত্যেক ব্যক্তির আইনি দায়িত্ব রয়েছে। কোনো দম্পতি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে কী হবে তা নির্ধারণের চুক্তিই হলো বিচ্ছেদ চুক্তি।

পৃথক হওয়ার সঠিক তারিখ নথিভুক্ত করাটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কত দ্রুত বিবাহবিচ্ছেদ পাবেন (বিবাহবিচ্ছেদ পেতে চাইলে), কখন সহায়তার অর্থ পাবেন এবং কিভাবে আপনার সম্পত্তি ভাগ করবেন এটি সেসব বিষয়কে প্রভাবিত করবে।

কোনো দম্পতি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বিচ্ছেদ চুক্তি করা সাধারণ ব্যাপার।

SALCO
South Asian Legal Clinic of Ontario

সাধারণ যে বিষয়গুলো সমাধান করা প্রয়োজন হয়:

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব - সন্তানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করবেন
- সন্তান কোথায় থাকবে
- অভিভাবকত্ব কাল - সন্তান প্রত্যেক অভিভাবকের সাথে কতটুকু সময় কাটাবে
- সম্পত্তি - দম্পতির মালিকানাধীন সম্পত্তির কী হবে
- সন্তান ভরণপোষণ - বাবা-মায়ের একজন আরেকজনকে কী পরিমাণ অর্থ সহায়তা প্রদান করবেন
- দম্পতি সহায়তা বা সঙ্গীর ভরণপোষণ- কে দম্পতি সহায়তা প্রদান করবেন এবং কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করবেন

চুক্তি কিভাবে করতে হবে:

- অলিখিতভাবে - লিখিতভাবে ছাড়াই উভয়পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে বিষয়গুলোতে একমত হতে পারে । এ চুক্তির কোনো প্রমাণ থাকে না বলে এটি সুপারিশ করা হয় না।

- লিখিতভাবে - শর্তাবলী লিখে রাখা হবে এবং উভয় পক্ষই চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। একজন সাক্ষী উপস্থিত রাখার সুপারিশ করা হয়। কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগে আইনি পরামর্শ নেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তি আদালতে দায়ের করা যেতে পারে, যাতে আদালত চুক্তিটি কার্যকর করতে পারে।

বিচ্ছেদ চুক্তি তৈরী করার আগে আপনাদের সমস্ত বিষয়ে একমত না হলেও চলবে। আপনারা কিছু বিষয়ে একমত হয়ে পরবর্তীতে অন্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। উভয় পক্ষ সম্মত হলে আপনারা যে কোনো সময় নতুন বিচ্ছেদ চুক্তি করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ:

মোহম্মদ এবং ফতেমা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা শুধু নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত হয়েছেন:

- মোহম্মদ এবং ফতেমা সন্তানদের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বে সমানভাবে অংশগ্রহণ করবেন
- সন্তানরা সোমবার থেকে শুক্রবার ফতেমা -এর সাথে এবং সপ্তাহান্তে মোহম্মদ -এর সাথে কাটাবে
- তারা নিজেদের বাড়ি বিক্রি করে লাভ ভাগ করে নেবেন

এই উদাহরণে, মোহম্মদ এবং ফতেমা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব, অভিভাবকত্ব কাল এবং সম্পত্তি ভাগের বিষয়ে একমত হয়েছেন। তারা তাদের বিচ্ছেদ চুক্তিতে এসব শর্ত লিখবেন এবং পরবর্তী সময়ে সন্তান সহায়তা এবং দম্পতি সহায়তার বিষয়ে সম্মত হবেন।

আপনার বিচ্ছেদ চুক্তি করা উচিত নয় যদি:

- আপনার সঙ্গী অবমাননাকর হন বা অতীতে অবমাননাকর ছিলেন
- আপনার সঙ্গীর মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে
- আপনি সঙ্গীর সাথে কথা বলতে ভয় পান

যদি কোনো পক্ষ অবশিষ্ট বিষয়ে একমতে আসতে না পারে, তাহলে তাদের যত দ্রুত সম্ভব আদালত প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত যাতে আদালত তাদের জন্য বিষয়গুলির মীমাংসা করতে পারে।

বিচ্ছেদ চুক্তির অংশবিশেষ পরিবর্তন করা:

দম্পতির নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে চুক্তি সম্পাদিত হলে:

- তারা একটি নতুন চুক্তি করতে পারেন এবং পুরানো চুক্তি আর বৈধ নয় মর্মে সম্মত হতে পারেন
- পরিবর্তনের বিষয়ে ঐক্যমতে না পৌঁছাতে পারলে তারা আদালতের বাইরে মধ্যস্থতার মতো বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির মাধ্যমে তা সমাধান করার চেষ্টা করতে পারেন, অথবা তারা আদালতে যেতে পারেন (তারা আদালতে চুক্তি দায়ের করে থাকলে)

দম্পতি আদালতের আদেশ পেয়ে থাকলে:

- তারা পরিবর্তনের বিষয়ে একমত না হলে তাদেরকে পূর্ববর্তী আদেশ "বদল" (পরিবর্তন) করার জন্য আদালতে আবেদন করতে হবে।
- তাদেরকে আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে, শেষ আদেশের পর থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।
- তারা পরিবর্তনের বিষয়ে সম্মত হলে তারা আদালতে নতুন চুক্তি জমা দিতে পারেন এবং আদালতকে "সম্মতি আদেশ" নামের আদেশ জারি করার অনুরোধ জানাতে পারেন।